দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৭ ...

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে

॥ ইয়াসমিন পিউ ॥

প্রতিবন্ধীদেরও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর আওতায় সরকারী স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার হার বাড়াতে না পারলে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যাবে না। তাই স্কুলগুলোতে সহায়ক শিক্ষার উপকরণ, পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। একই সাথে তাদের 'কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। আজ বৃহবার জাতীয় প্রতিবন্ধী ও ২য় আন্তর্জাতিক অটিজম দিবস। এবার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ হয়েছে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা' এবং 'অটিজমের পক্ষে আমরা সবাই।'

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের ৩৬৮ জন শিক্ষিত বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধীর মধ্যে একটি জরিপে দেখা গেছে যে দেশে শিক্ষা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধীর মধ্যে শতকরা ৪০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন। ১১ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এবং ৯ শতাংশ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন। অপরদিকে ৪ শতাংশ হাফিজিয়া শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের কেউই উচ্চ শিক্ষার ধাপ পার হতে পারছে না। অপরদিকে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ঝরে পড়ার হার ৭২ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়। ১৮ শতাংশ বর্তমানে শিক্ষারত অবস্থায় আছেন এবং ১৬ শতাংশ জানিয়েছেন যে তারা তাদের শিক্ষা জীবন সম্পূর্ণ করেছেন। ২০ শতাংশ জানিয়েছেন যে তারা তাদের জীবনে কোন প্রকার শিক্ষাই গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে ১৭ শতাংশ শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে পারেননি এবং ২৯ শতাংশ মাঝপথে ঝরে পড়েছেন। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ না করার হার সবচেয়ে বেশি- ৩৬ শতাংশ। শিক্ষা গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ১৮ শতাংশ, বহুমাত্রিক ১১ শতাংশ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ১০ শতাংশ এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১২ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে না বলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে না। ফলে তারা দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। এদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আয়-উপার্জনের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হচ্ছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মসংস্থানের হার গ্রামাঞ্চলের ৩ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ, শহরাঞ্চলে যথাক্রমে ৭ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশ হয়েছে। এর পেছনের কারণ হিসেবে বলা চলে যে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে সাক্ষরতা ও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পরিসর অপেক্ষাকৃত বেশি। ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, সাধারণভাবে তারা তাদের কর্মে সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ অসন্তুষ্ট। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে নিয়োগদানের পর ৯৬ শতাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কর্মস্থলে প্রবেশগম্যতার বিরাজমান পরিস্থিতির উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

৩৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী জানিয়েছেন, তাদের কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সরকারি আইন ও নীতিমালার প্রয়োজন। কর্মসংস্থান আরো বাড়িয়ে তার পরিসর ও সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দক্ষতার উন্নয়ন ও পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বিরাজমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে সকলের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারি বিভিন্ন আইন, নীতি ও কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টির ইতিবাচক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

চার শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যায়। এদের শিক্ষাবৃত্তি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনসুর আহমেদ চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশে শতকরা চার ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যায়। এই হার বাড়ানো অতি জরুরি। সরকারিভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। তিনি মনে করেন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার বাড়াতে হলে প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী শিশুর বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠান। স্কুল গুলোতে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুদের সুযোগ এবং ক্লাসে শিক্ষককে তাদের প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দিতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় গেলে তাদের পরীক্ষার সময় বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার বাড়লে কর্মসংস্থানের হারও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমাজের দরিদ্রতার কারণে সৃষ্ট কিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভ্রান্ত ব্যবস্থার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং অবধারিত ফলস্বরূপ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বাইরেই থেকে যাচ্ছে। উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হচ্ছে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই কর্মসংস্থানের সুযোগ সর্বনিম্ন মাত্রায় বিরাজমান। তাই কর্মপরিবেশে সম্পৃক্ততা ও প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান প্রকৃতপক্ষেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, যা সার্বিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব এ দেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং তাদের দারিদ্র্যাবস্থা উত্তরণে নিশ্চিতভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।